দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 11 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর ঃ ২৮ শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার পরও জেনারেল সার্জারি, গাইনি সার্জারি এবং মেডিসিন বিভাগের ৪ সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকদের একসঙ্গে অন্যত্র বদলি করায় দিনাজপুরের মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষক সমস্যার দ্রুত সমাধান দাবি করেছে। নতুন কাউকে নিয়োগ না করে সিনিয়র চিকিৎসকদের বদলি করার কারণে দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম।

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত ইন্টার্নী চিকিৎসকরা জানান, এমনিতেই দেশের যে কোন মেডিক্যাল কলেজের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকের সংখ্যা কম। তাছাড়া রাজধানী ঢাকা থেকে অনেক দূরে মফস্বল শহর হওয়ার কারণে ভাল ডাক্তার বা অধ্যাপকদের দিনাজপুরে বদলি করা হলেও বেশিরভাগ ডাক্তার দিনাজপুরে আসতে চান না। তার উপর এখানে কর্তব্যরত সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক ডাক্তারদের বিভিন্নস্থানে বদলি করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ক্লিনিক্যাল ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে। ইন্টার্নী ছাড়াও ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম বছরের শিক্ষার্থীরা চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। দিনাজপুরের মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক অফিস সূত্রে জানা গেছে, দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের একমাত্র সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার মোঃ মুসাদ্দিক হোসেনকে বদলি করা হয়েছে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে। একই বিভাগের একমাত্র সহকারী অধ্যাপক ডা. খালিদ হাসানকেও বদলি করা হয়েছে দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলায়। ফলে দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগে আর কোন সিনিয়র শিক্ষক নেই। একই সঙ্গে কলেজের সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ ইউসুফ আলীকে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলায় এবং গাইনি সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফয়সাল আলমকে চিরিরবন্দর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু এই চার জনের স্থলে নতুন কোন শিক্ষককে এ পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি।

এক সঙ্গে চার সিনিয়র শিক্ষককে বদলি

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের ইন্টার্নী চিকিৎসকরা জানান, যে ৪ শিক্ষক বদলি হয়েছেন তারা ছিলেন দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক শিক্ষক। এছাড়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা হাসপাতালের একটি করে ইউনিট পরিচালনা করতেন। কলেজের শিক্ষার্থীরা এসব ইউনিটে ক্লিনিক্যাল ক্লাস করাতেন। সিনিয়র ৪ শিক্ষক বদলি হয়ে যাওয়ার কারণে ওই সব ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীরাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে রোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা থেকে। অপারেশন করতে এসে ফিরে যাচ্ছে অনেকেই। শিক্ষক সংকট এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা বা অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করে দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজে মোট মঞ্জুরিকৃত পদ রয়েছে ১১০টি। বর্তমানে শিক্ষক আছে ৮২ জন। এদের মধ্যে কয়েক জন ছুটিতে। রাজধানী থেকে দূরের কারণে সিনিয়র শিক্ষকরা দিনাজপুরে আসতে চাইনি না। তাদের ছেলে মেয়েরা ঢাকায় পড়ে। বর্তমানে দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজে মাইক্রোবায়োলজি, বায়ো-ক্যামেস্ট্রি ও মেডিসিন বিভাগে শিক্ষক সঙ্কট বিরাজ করছে বলে তিনি জানান। সঙ্কটের কারণে হৃদরোগ বিভাগের শিক্ষকদের দিয়ে কলেজে মেডিসিন বিভাগের ক্লাস নেয়া হচ্ছে। আর প্যাথলজি বিভাগের শিক্ষকদের দিয়ে মাইক্রোবায়োলজি এবং ভাইরোল বিভাগের ক্লাস চালানো হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হচ্ছে বলে তিনি জানান।